প্রথম আলো

তারিখ 14 JAN 2013
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ২

নিরাপত্তাহীনতায় ক্যাম্পাসে আসছেন না শিক্ষকেরা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের হামলার ঘটনায় নিরাপত্তাহীনতায় ক্যাম্পাসে আসছেন না শিক্ষকেরা। এ কারণে গতকাল রোববার থেকে ক্লাস-পরীক্ষা চালু হওয়ার কথা থাকলেও অনেক বিভাগেই তা হয়নি। হামলাকারীদের বিচার ও শাস্তির দাবি করেছেন শিক্ষকেরা।

ক্যাম্পাসে যদি শিক্ষকদের নিরাপত্তার আশ্বাস না দেওয়া হয় তাহলে তাঁরা ক্যাম্পাসে যাবেন না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি শিক্ষক সংগঠন গতকাল এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেয়। ওই বৈঠকে সাত দিনের মধ্যে তদন্ত সাপেক্ষে হামলাকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, গত শনিবার শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা ও শিক্ষকদের প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ায় গতকাল আন্দোলনরত অধিকাংশ শিক্ষকই ক্যাম্পাসে আসেননি। ওই শিক্ষকেরা ক্যাম্পাসে না এলেও প্রগতিশীল শিক্ষক সংগঠন শাপলা ফোরামের শিক্ষকেরা কয়েকটি বিভাগে ক্লাস নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২টি বিভাগের মধ্যে গতকাল ক্লাস হয়েছে ছয়টি বিভাগের কয়েকটি বর্ষে।

শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে উপাচার্যের বরাবর একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। স্মারকলিপিতে আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা থাকলেও আগামী সাত দিনের মধ্যে শিক্ষকদের ওপর হামলাকারীদের বিচার ও শাস্তির দাবি জানিয়েছে শিক্ষক সমিতি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক জাহাঙ্গীর হোসেন জানান, গতকাল সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি শিক্ষক সংগঠন জরুরি বৈঠকে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আজ সোমবার থেকে ক্যাম্পাসে যদি শিক্ষকদের সুষ্ঠু নিরাপত্তার আশ্বাস না দেওয়া হয়, তাহলে তাঁরা ক্যাম্পাসে যাবেন না। এ ছাড়া আগামী সাত দিনের মধ্যে শিক্ষকদের ওপর হামলাকারীদের তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রশাসন যদি কোনো ব্যবস্থা না নেয়, তাহলে শিক্ষকেরা ক্লাস-পরীক্ষা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন যদি এ

এরপর পৃষ্ঠা ২১ কলাম ৭

নিরাপত্তাহীনতায় ক্যাম্পাসে

শেষ পৃষ্ঠার পর

ব্যাপারে সঠিক পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে তাঁরা আরও কঠোর আন্দোলনে যাবেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক নজিবুল হক বলেন, শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনা করেই আমরা আন্দোলন স্থগিত করে ক্লাসে ফেরার ঘোষণা দিয়েছি। শিক্ষকেরা নিরাপত্তা না পেলে তাঁদের ক্যাম্পাসে আসা সম্ভব নয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আবদুল হাকিম সরকারের সঙ্গে মুঠোফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁর ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়।

উপাচার্য, সহ-উপাচার্য ও কোষাধ্যক্ষের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের অবস্থান কর্মসূচিতে এর আগে গত ১৯ নভেম্বর প্রথম দফায় হামলা চালায় ছাত্রলীগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পদে নিয়োগে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ তুলে শিক্ষকেরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন।